মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২১

গবেষণা বিভাগ
অর্থ ও ব্যাংকিং উপ-বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক

এ প্রতিবেদন সম্পর্কে কোন মতামত/পরামর্শ থাকলে তা ই-মেইলঃ masud.rahman@bb.org.bd, arjina.efa@bb.org.bd এবং nazmun.mily@bb.org.bd তে পাঠানো যেতে পারে।

মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

(জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২১)

সারসংক্ষেপ

মুদ্রা, ঋণ ও মূল্যস্ফীতি পরিস্থিতি

- ২০২১-২২ অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর ত্রৈমাসিক শেষে মুদ্রা সরবরাহ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ১৫৬০৮.৯৬ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ১.৬০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৫৮৫৮.১৭ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। বাৎসরিক ভিত্তিতে সেপ্টেম্বর'২১ শেষে ব্যাপক মুদ্রা (M2) সরবরাহ বৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ১১.১৯ শতাংশ যা ডিসেম্বর'২১ এর লক্ষ্যমাত্রা ১৩.৮০ শতাংশের নিচে রয়েছে। *পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় নীট বৈদেশিক সম্পদ ও নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদের কম প্রবৃদ্ধি মুদ্রা সরবরাহের শ্লথ প্রবৃদ্ধিতে ভূমিকা রেখেছে বলে প্রতীয়মান হয়।*
- মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ১৪৩৯৮.৯৯ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ২.০১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৪৬৮৯.০৩ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। বাৎসরিক ভিত্তিতে সেপ্টেম্বর'২১ শেষে অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ১০.২০ শতাংশ, যা ডিসেম্বর'২১ এর লক্ষ্যমাত্রা ১৪.১০ শতাংশের তুলনায় কম। *আলোচ্য সময়ে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি কিছুটা শ্লথ থাকার পাশাপাশি সরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি উল্লেখযোগ্যভাবে কম হওয়ার কারণে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি কম হয়েছে।*
- বেসরকারি খাতে ঋণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় ১.৮৪ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। বাৎসরিক ভিত্তিতে সেপ্টেম্বর'২১ শেষে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৮.৭৭ শতাংশ, যা ডিসেম্বর'২১ এর লক্ষ্যমাত্রা ১১.০০ শতাংশের তুলনায় কম। *মূলতঃ কোভিড-১৯ এর বিরূপ প্রভাবে পণ্যের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক চাহিদা পুনরায় পুরোপুরি সক্রিয় না হওয়ায় বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় বৃদ্ধি হয়নি বলে প্রতীয়মান হয়।*
- রিজার্ভ মুদ্রার পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ৩৪৮০.৭২ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৭.১১ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ৩২৩৩.৩৪ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। তবে, বাৎসরিক ভিত্তিতে সেপ্টেম্বর'২১ শেষে রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ১৫.১৪ শতাংশ, যা ডিসেম্বর'২১ এর লক্ষ্যমাত্রা ১৪.০০ শতাংশের তুলনায় বেশি। *বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট বৈদেশিক সম্পদের বৃদ্ধি রিজার্ভ মুদ্রা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রেখেছে।*
- গড় মূল্যস্ফীতি এবং পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিক মূল্যস্ফীতি জুন'২১ শেষের যথাক্রমে ৫.৫৬ শতাংশ এবং ৫.৬৪ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে সেপ্টেম্বর'২১ শেষে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৫.৫০ শতাংশ এবং ৫.৫৯ শতাংশ। *মূলতঃ খাদ্য-মূল্যস্ফীতি হ্রাস পাওয়ায় গড় মূল্যস্ফীতি এবং পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিক মূল্যস্ফীতি উভয়ই কিছুটা হ্রাস পেয়েছে।*

তারল্য ও সুদ হার পরিস্থিতি

- ব্যাংকিং ব্যবস্থায় (বিশেষায়িত ব্যাংকগুলো ব্যতীত) মোট তরল সম্পদের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৩৩৫.৯৪ বিলিয়ন টাকা, যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে ছিল ৪৩৫৮.২৮ বিলিয়ন টাকা এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে ছিল ৩৫২৮.১৮ বিলিয়ন টাকা। *কোভিড-১৯ এর বিরূপ প্রভাবের ফলে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি শ্লথ থাকা, করোনা মহামারীর প্রভাব মোকাবেলায় ব্যাংকিং খাতের গৃহীত প্রণোদনা প্যাকেজসমূহ এবং সম্প্রসারণমূলক মুদ্রানীতির আওতায় রেপো ও রিভার্স রেপো সুদহার, ব্যাংক রেট ও CRR হ্রাসের ফলে ব্যাংক ব্যবস্থায় কিছুটা অতিরিক্ত তারল্য সৃষ্টি হয়েছে।*
- আমানতের ও আগামের গড় ভারীত সুদ হার পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৪.০৮ শতাংশ ও ৭.২৪ শতাংশ। *বাজার ভিত্তিক সুদের হারসমূহ হ্রাস পাওয়ার পেছনে ব্যাংকসমূহের নিকট অতিরিক্ত তারল্য বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নীতি সুদ হারসমূহ, ব্যাংক রেট ও পুনঃঅর্থায়ন স্কীমের সুদের হার হ্রাসকরণ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে।*

বৈদেশিক লেনদেন ও বিনিময় হার পরিস্থিতি

- রপ্তানি আয় (এফওবি) পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় যথাক্রমে ১২.৫৫ শতাংশ ও ১১.৫৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১০৮১৮.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।
- আমদানি ব্যয়ের (এফওবি) পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৩.৩১ শতাংশ হ্রাস পেলেও পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৪৭.৫৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৭৩২১.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।
- প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ১২.৪৯ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ১৯.৪৪ শতাংশ হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৫৪০৮.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।
- পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় রেমিট্যান্স অন্তপ্রবাহ (inflow) হ্রাস সত্ত্বেও রপ্তানি আয় বৃদ্ধি ও আমদানি ব্যয় হ্রাস পাওয়ায় বাণিজ্য ভারসাম্যের ঘাটতি কিছুটা কম পরিলক্ষিত হয়। ফলশ্রুতিতে, আলোচ্য ত্রৈমাসিকে চলতি হিসাবের ভারসাম্যে (current account balance) ঘাটতির পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের ৩৮৮৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে হ্রাস পেয়ে ২৩১৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়।
- সেপ্টেম্বর, ২০২১ শেষে বৈদেশিক মুদ্রা মজুদের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৬২০০.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা গড়ে ৬.৩ মাসের চলতি আমদানি ব্যয়ের সমান।
- সেপ্টেম্বর, ২০২১ শেষে ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ৮৪.৮১ টাকার তুলনায় শতকরা ০.৮১ ভাগ অবচিতি হয়ে ৮৫.৫০ টাকায় দাঁড়ায়।

মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

(জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২১)

অভ্যন্তরীণ ও বৈশ্বিক অর্থনীতির চলমান গতিধারা ও কোভিড-১৯ এর বিরূপ প্রভাবের প্রেক্ষাপটে পূর্ববর্তী অর্থবছরের ঘোষিত মুদ্রানীতি কার্যক্রমের অর্জনগুলোর আলোকে ২০২১-২২ অর্থবছরের মুদ্রানীতি কার্যক্রম নির্ধারিত হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে ১৪.১০ শতাংশ, যার বিপরীতে সেপ্টেম্বর'২১ পর্যন্ত প্রকৃত প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ১০.২০ শতাংশ। অভ্যন্তরীণ ঋণের মধ্যে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছিল ১১.০০ শতাংশ, যার বিপরীতে সেপ্টেম্বর'২১ পর্যন্ত প্রকৃত প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ৮.৭৭ শতাংশ। গড় বার্ষিক ভোক্তা মূল্যস্ফীতি আলোচ্য অর্থবছরের জন্য নির্ধারিত ৫.৩০ শতাংশের বিপরীতে সেপ্টেম্বর'২১ শেষে দাঁড়িয়েছে ৫.৫০ শতাংশ। জুন'২১ শেষের তুলনায় খাদ্য-মূল্যস্ফীতি হ্রাস পাওয়ায় সেপ্টেম্বর'২১ শেষে গড় মূল্যস্ফীতি কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় রেমিট্যান্স অন্তপ্রবাহ হ্রাস সত্ত্বেও রপ্তানি আয় বৃদ্ধি ও আমদানি ব্যয় হ্রাস পাওয়ায় বাণিজ্য ভারসাম্যের ঘাটতি কিছুটা কম হওয়ায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে চলতি হিসাবের ভারসাম্যে ঘাটতির পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের ৩৮৮৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে হ্রাস পেয়ে ২৩১৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়।

১। মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

মুদ্রা সরবরাহ (M2)ঃ ২০২১-২২ অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর ত্রৈমাসিক শেষে মুদ্রা সরবরাহ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ১৫৬০৮.৯৬ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ১.৬০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৫৮৫৮.১৭ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছিল যথাক্রমে ৫.২০ শতাংশ ও ৩.৮২ শতাংশ (সংযোজনী দ্রষ্টব্য)। মুদ্রা সরবরাহের উৎসভিত্তিক বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে নীট বৈদেশিক সম্পদ ১.২০ শতাংশ হ্রাস এবং নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ ২.৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। বাৎসরিক ভিত্তিতে সেপ্টেম্বর'২১ শেষে ব্যাপক মুদ্রা (M2) সরবরাহ বৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ১১.১৯ শতাংশ, যা ডিসেম্বর'২১ এর লক্ষ্যমাত্রা ১৩.৮০ শতাংশের তুলনায় এবং পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের প্রবৃদ্ধির (১৩.৯২ শতাংশ) তুলনায় কম। পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় নীট বৈদেশিক সম্পদ ও নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ উভয়ের কম প্রবৃদ্ধি মুদ্রা সরবরাহের শ্লথ প্রবৃদ্ধিতে ভূমিকা রেখেছে বলে প্রতীয়মান হয়। উল্লেখ্য, সেপ্টেম্বর'২১ শেষে বাৎসরিক ভিত্তিতে নীট বৈদেশিক সম্পদ ও নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ১৪.০২ শতাংশ ও ১০.৩৪ শতাংশ, যা সেপ্টেম্বর'২০ শেষে ছিল যথাক্রমে ২২.০৭ শতাংশ ও ১১.৬৭ শতাংশ (চিত্র-১)।

চিত্র-১ঃ মুদ্রা যোগানের (এম২) প্রবৃদ্ধি (y-o-y)

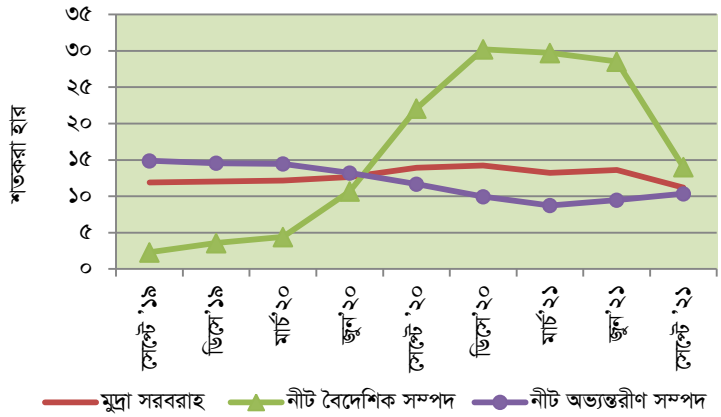

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

অভ্যন্তরীণ ঋণঃ ২০২১-২২ অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর ত্রৈমাসিক শেষে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ১৪৩৯৮.৯৯ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ২.০১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৪৬৮৯.০৩ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে বৃদ্ধি পেয়েছিল ৫.০৫ শতাংশ। বাৎসরিক ভিত্তিতে সেপ্টেম্বর'২১ শেষে অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ১০.২০ শতাংশ, যা ডিসেম্বর'২১ এর লক্ষ্যমাত্রা ১৪.১০ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের ১২.৬৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধির তুলনায় কম। অভ্যন্তরীণ ঋণের উপাদানভিত্তিক বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, আলোচ্য সময়ে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি কিছুটা শ্লথ থাকার পাশাপাশি সরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধিও উল্লেখযোগ্যভাবে কম হওয়ার কারণে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি কম হয়েছে। আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ক্রমপুঞ্জিভূত নীট ঋণ[১] এর স্থিতি জুন, ২০২১ শেষের তুলনায় ২.৯৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২২৭৫.৪৫ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে ২৩.৫৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে সেপ্টেম্বর, ২০২১ শেষে ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ক্রমপুঞ্জিভূত নীট ঋণ এর স্থিতি ১৯.৪৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময় শেষে ৩৫.৩১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে অন্যান্য সরকারি খাতে ঋণ[১] ২.০৬ শতাংশ এবং বেসরকারি খাতে ঋণ[১] ১.৮৪ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি ছিল যথাক্রমে ২.৪৫ শতাংশ এবং ১.৪৪ শতাংশ। বাৎসরিক ভিত্তিতে সেপ্টেম্বর'২১ শেষে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৮.৭৭ শতাংশ যা ডিসেম্বর'২১ এর লক্ষ্যমাত্রা ১১.০০ শতাংশের তুলনায় এবং পূর্ববর্তী বছরের একই সময় শেষের ৯.৪৮ শতাংশের তুলনায় কম (চিত্র-২)। মূলতঃ কোভিড-১৯ এর বিরূপ প্রভাবে পণ্যের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক চাহিদা পুনরায় পুরোপুরি সক্রিয় না হওয়ার প্রেক্ষিতে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় বৃদ্ধি হয়নি বলে প্রতীয়মান হয়। মোট অভ্যন্তরীণ ঋণে বেসরকারি খাতের অংশ সেপ্টেম্বর ২০২০ শেষের ৮৩.৫০ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে সেপ্টেম্বর ২০২১ শেষে দাঁড়ায় ৮২.৪২ শতাংশ।

চিত্র-২ঃ মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি (y-o-y)

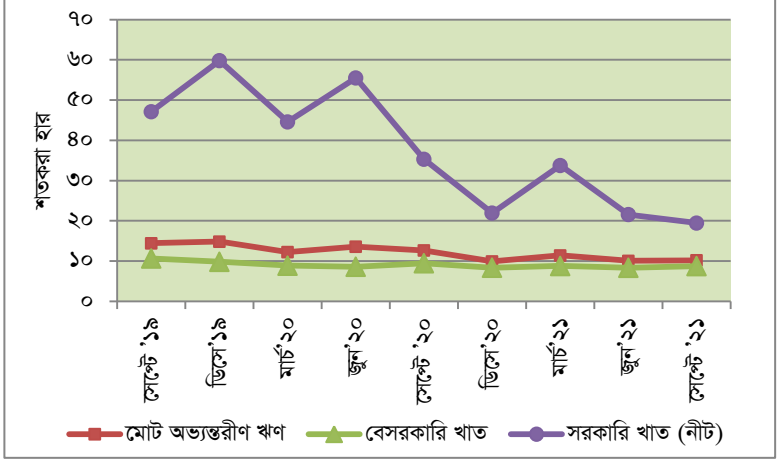

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

নীট বৈদেশিক সম্পদ (NFA)ঃ ২০২১-২২ অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর ত্রৈমাসিক শেষে ব্যাংক ব্যবস্থার নীট বৈদেশিক সম্পদ এর পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় ১.২০ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ৩৭৭৫.৮৯ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে, যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে যথাক্রমে ৫.৫২ শতাংশ এবং ১১.৩৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে সেপ্টেম্বর'২১ শেষে নীট বৈদেশিক সম্পদ এর প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ১৪.০২ শতাংশ, যা ডিসেম্বর'২১ এর লক্ষ্যমাত্রা ১৩.০ শতাংশের তুলনায় বেশি হলেও পূর্ববর্তী বছরের একই সময় শেষে ২২.০৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধির তুলনায় কম। ডিসেম্বর'২১ এর লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় সেপ্টেম্বর'২১ পর্যন্ত নীট বৈদেশিক সম্পদের প্রবৃদ্ধি বেশি হলেও পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি ও রেমিট্যান্স অন্তপ্রবাহ কিছুটা হ্রাস বাৎসরিক ভিত্তিতে নীট বৈদেশিক সম্পদের শ্লথ প্রবৃদ্ধিতে ভূমিকা রেখেছে।

[১] accrued interest সহ

রিজার্ভ মুদ্রাঃ ২০২১-২২ অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর ত্রৈমাসিক শেষে রিজার্ভ মুদ্রার পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ৩৪৮০.৭২ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৭.১১ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ৩২৩৩.৩৪ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে রিজার্ভ মুদ্রা ১৪.৬৩ শতাংশ বৃদ্ধি এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে ১.২৯ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ খাতে দায় পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের (-) ১৮৮.৪৫ বিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে (-) ৩৮৩.৯৬ বিলিয়ন টাকায় এবং নীট বৈদেশিক সম্পদের পরিমাণ ৩৬৬৯.১৭ বিলিয়ন টাকা থেকে ১.৪১ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ৩৬১৭.৩ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। এ সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে সরকারের গৃহীত ক্রমপুঞ্জিভূত নীট্ ঋণের পরিমাণ ১০০.১৩ বিলিয়ন টাকা হ্রাস পায় যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে ২৭০.৮৫ বিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে সেপ্টেম্বর'২১ শেষে রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ১৫.১৪ শতাংশ, যা ডিসেম্বর'২১ এর লক্ষ্যমাত্রা ১৪.০০ শতাংশের তুলনায় বেশি। পূর্ববর্তী বছরের একই সময় শেষে এ প্রবৃদ্ধি ছিল ১৩.৬১ শতাংশ (চিত্র-৩)। বাৎসরিক ভিত্তিতে সেপ্টেম্বর, ২০২১ শেষে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে সরকারের গৃহীত ক্রমপুঞ্জিভূত নীট্ ঋণের পরিমাণ ৪০.৩২ শতাংশ হ্রাস পেলেও বার্ষিক ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট বৈদেশিক সম্পদের বৃদ্ধি রিজার্ভ মুদ্রা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রেখেছে।

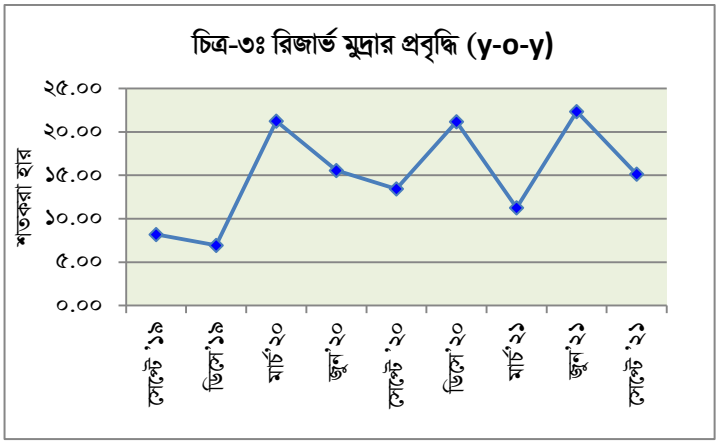

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

২। তারল্য পরিস্থিতি

সেপ্টেম্বর'২১ শেষে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় (বিশেষায়িত ব্যাংকগুলো ব্যতীত) মোট তরল সম্পদের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৩৩৫.৯৪ বিলিয়ন টাকা। এর মধ্যে দায়হীন অনুমোদিত সিকিউরিটিজ এর পরিমাণ ৩২০৯.৮৭ বিলিয়ন টাকা (মোট তরল সম্পদের ৭৪.০৩ শতাংশ), বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট জমা ৯৪৬.৮৬ বিলিয়ন টাকা (মোট তরল সম্পদের ২১.৮৪ শতাংশ) এবং নিজস্ব সিন্দুকে রক্ষিত অর্থের পরিমাণ ১৭৯.২১ বিলিয়ন টাকা (মোট তরল সম্পদের ৪.১৩ শতাংশ) (চিত্র-৫)। কোভিড-১৯ এর বিরূপ প্রভাবের ফলে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি শ্লথ থাকা, করোনা মহামারীর প্রভাব মোকাবেলায় ব্যাংকিং খাতের গৃহীত প্রণোদনা প্যাকেজসমূহ বাস্তবায়ন এবং সম্প্রসারণমূলক মুদ্রানীতির আওতায় রেপো ও রিভার্স রেপো সুদহার, ব্যাংক রেট ও CRR হ্রাসের ফলে ব্যাংক ব্যবস্থায় মোট তরল সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখ্য, জুন'২১ এবং সেপ্টেম্বর'২০ শেষে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় (বিশেষায়িত ব্যাংকগুলো ব্যতীত) মোট তরল সম্পদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৪৩৫৮.২৮ বিলিয়ন ও ৩৫২৮.১৮ বিলিয়ন টাকা।

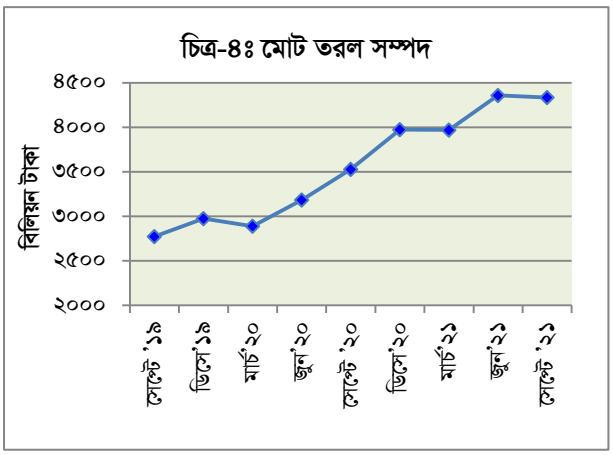

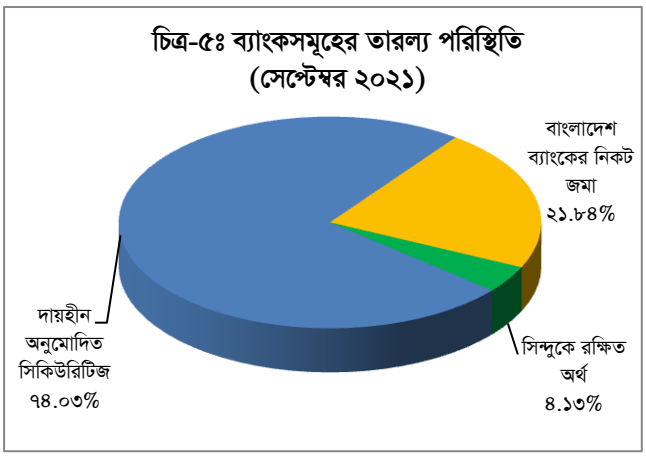

উৎসঃ ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

৩। সুদ হার পরিস্থিতি

সেপ্টেম্বর'২১ শেষে তফসিলি ব্যাংকগুলোর আমানতের (deposits) গড় ভারীত সুদ হার পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের (৪.১৩ শতাংশ) এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষের (৪.৭৯ শতাংশ) তুলনায় হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৪.০৮ শতাংশ। অপরদিকে আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে আগামের (advances) গড় ভারীত সুদ হার পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের (৭.৩৩ শতাংশ) এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষের (৭.৭৯ শতাংশ) তুলনায় হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৭.২৪ শতাংশ। বাজার ভিত্তিক সুদের হারসমূহ হ্রাস পাওয়ার পেছনে ব্যাংকসমূহের নিকট অতিরিক্ত তারল্য বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নীতি সুদ হারসমূহ, ব্যাংক রেট ও পুনঃঅর্থায়ন স্কীমের সুদের হার হ্রাসকরণ উল্লেখযোগ্য ভুমিকা পালন করেছে। উল্লেখ্য যে, পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে সুদ হার ব্যবধান (Spread) হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৩.১৬ শতাংশ, যা জুন'২১ শেষে ছিল ৩.২০ শতাংশ।

চিত্র ৬-ঃ আমানত ও আগামের সুদ হার

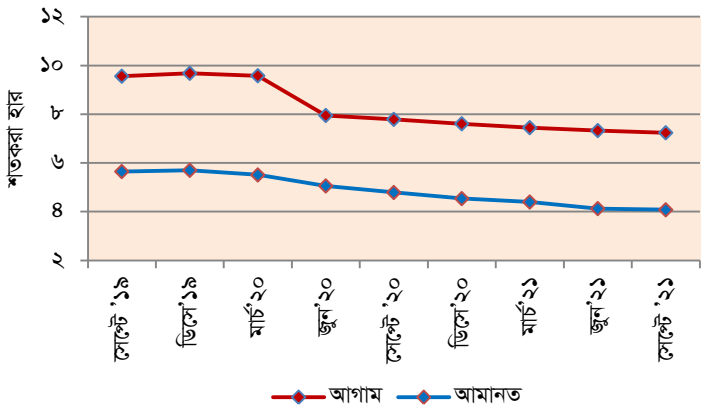

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

৪। মূল্যস্ফীতি

গড় মূল্যস্ফীতি এবং পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিক মূল্যস্ফীতি জুন'২১ শেষের যথাক্রমে ৫.৫৬ শতাংশ এবং ৫.৬৪ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে সেপ্টেম্বর'২১ শেষে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৫.৫০ শতাংশ এবং ৫.৫৯ শতাংশ। মূলতঃ খাদ্য-মূল্যস্ফীতি হ্রাস পাওয়ায় গড় মূল্যস্ফীতি এবং পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিক মূল্যস্ফীতি **উভয়ই** কিছুটা হ্রাস পেয়েছে।

গড়ভিত্তিক খাদ্য-মূল্যস্ফীতি ও খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি সেপ্টেম্বর'২১ শেষে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৫.৪৯ শতাংশ ও ৫.৫২ শতাংশ, যা জুন'২১ শেষে ছিল যথাক্রমে ৫.৭৩ শতাংশ ও ৫.২৯ শতাংশ।

চিত্র-৭ঃ সাধারণ মূল্যস্ফীতির ত্রৈমাসিক গতিধারা
(ভিত্তিবছরঃ ২০০৫-০৬=১০০)

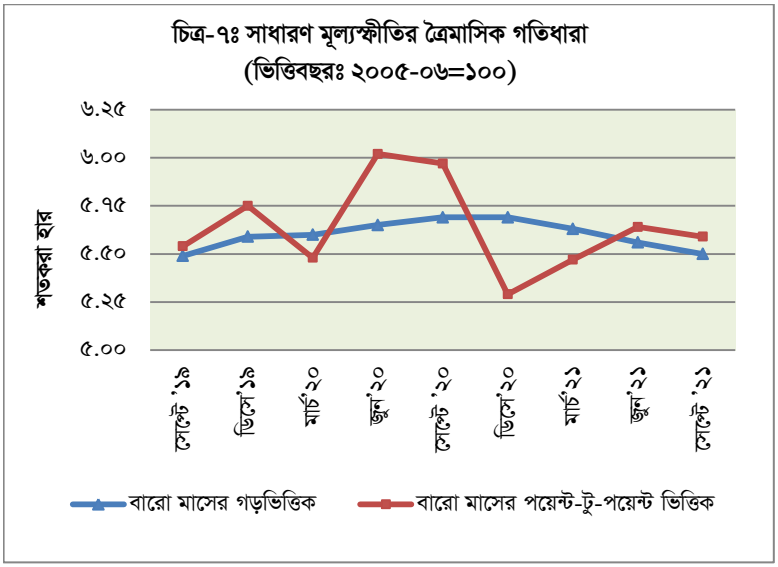

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিক খাদ্য-মূল্যস্ফীতি ও খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি সেপ্টেম্বর'২১ শেষে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৫.২১ শতাংশ ও ৬.১৯ শতাংশ, যা জুন'২১ শেষে ছিল যথাক্রমে ৫.৪৫ শতাংশ ও ৫.৯৪ শতাংশ।

৫। মুদ্রা বাজার কার্যক্রম

মুদ্রানীতির উদ্দেশ্য পূরণ এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থার তারল্য পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করাসহ আন্তঃব্যাংক বাজারে কল মানি রেট স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক রেপো এবং রিভার্স রেপো নিলাম পরিচালনার পাশাপাশি প্রয়োজনমত সময়ে সময়ে রেপো ও রিভার্স রেপো সুদ হার পরিবর্তন করে থাকে। কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাব হতে অর্থনীতিকে রক্ষা করার জন্য গত ২৯ জুলাই ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক রেপো সুদহার বার্ষিক শতকরা ৫.২৫ ভাগ হতে ৫০ বেসিস পয়েন্ট হ্রাস করে শতকরা ৪.৭৫ ভাগে এবং রিভার্স রেপো সুদহার বার্ষিক শতকরা ৪.৭৫ ভাগ হতে ৭৫ বেসিস পয়েন্ট হ্রাস করে শতকরা ৪.০০ ভাগে পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে, যা বর্তমানেও কার্যকর রয়েছে।

কল মানিঃ জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২১ ত্রৈমাসিকে কল মানি মার্কেটে সুদ হার দৈনিক ভিত্তিতে সর্বনিম্ন ১.০০ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ ৫.২৫ শতাংশের মধ্যে সীমিত থাকে। যে কোন ধরনের অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে কলমানি মার্কেটে সুদ হারের গতিবিধির ওপর বাংলাদেশ ব্যাংক এর নজরদারি অব্যাহত রয়েছে। আলোচ্য ত্রৈমাসিকে কল মানি মার্কেটে মোট ৩০৪৭.১২ বিলিয়ন টাকা লেনদেন হয় যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের ২১১১.০৩ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৪৪.৩৪ শতাংশ বেশি। কলমানি বাজারে লেনদেনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও ভারীত গড় সুদহার জুন'২১ শেষের ২.২৫ শতাংশ হতে হ্রাস পেয়ে সেপ্টেম্বর'২১ শেষে ১.৯০ শতাংশে দাড়িয়েছে।

রেপোঃ জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২১ ত্রৈমাসিকে দৈনিক ভিত্তিতে ব্যাংকসমূহের জন্য রেপো এর ১টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এ নিলামে বিশেষ রেপো হিসেবে ৫.৮৯ বিলিয়ন টাকার ১টি দরপত্র গৃহীত হয়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে ব্যাংকসমূহের হাতে পর্যাপ্ত তারল্য থাকায় দৈনিক ভিত্তিতে ব্যাংকসমূহের জন্য রেপো এর কোন নিলাম অনুষ্ঠিত হয়নি।

রিভার্স রেপোঃ আলোচ্য এবং পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে রিভার্স রেপোর কোন নিলাম অনুষ্ঠিত হয়নি।

সরকারি ট্রেজারি বিলঃ আলোচ্য ত্রৈমাসিকে ট্রেজারি বিলের সাপ্তাহিক ভিত্তিতে ১২টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এসব নিলামে পূর্ব নির্ধারিত মোট ২৯৫.১০ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে পুরো অর্থের ২৫৪টি দরপত্র গৃহীত হয়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে মোট ২৯৩.৫০ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২৮৩.০৫ বিলিয়ন টাকার ১৯৩টি দরপত্র গৃহীত হয়েছিল। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে গৃহীত দরপত্র ও টাকা উভয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ডঃ আলোচ্য ত্রৈমাসিকে বিভিন্ন মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের মোট ৯টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এসব নিলামে পূর্ব নির্ধারিত ১৯৯.৯০ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে পুরো অর্থের ৪১৬টি দরপত্র গৃহীত হয়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে মোট ১৮৮.০০ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে পুরো অর্থের ৩০০টি দরপত্র গৃহীত হয়েছিল।

আলোচ্য ত্রৈমাসিকে বিভিন্ন মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের গৃহীত দরপত্রসমূহের ভারীত গড় বার্ষিক আয় এবং কুপন রেটের পরিসীমা ছিল যথাক্রমে ২.২৩২৫ শতাংশ থেকে ৬.৩১১১ শতাংশ এবং ২.৩৩০০ শতাংশ থেকে ৬.০৭০০ শতাংশ। আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে সকল মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের মোট স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ২৭৭০.৫৮ বিলিয়ন টাকা।

বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের নিলামঃ আলোচ্য ত্রৈমাসিকে বিভিন্ন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের মোট ১০টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এসব নিলামে ৩৮৮.৭০ বিলিয়ন টাকার ২৬৭টি দরপত্র গৃহীত হয়। ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২১ শেষে বিভিন্ন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের স্থিতি দাঁড়ায় ১০২.০১ বিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের কোন নিলাম অনুষ্ঠিত হয়নি।

৬। বৈদেশিক লেনদেন পরিস্থিতি

রপ্তানিঃ জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২১ ত্রৈমাসিকে রপ্তানি আয় (এফওবি) পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় যথাক্রমে ১২.৫৫ শতাংশ ও ১১.৫৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১০৮১৮.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

আমদানিঃ জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২১ ত্রৈমাসিকে আমদানি ব্যয়ের (এফওবি) পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৩.৩১ শতাংশ হ্রাস এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৪৭.৫৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৭৩২১.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

রেমিট্যান্সঃ জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২১ ত্রৈমাসিকে প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ১২.৪৯ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ১৯.৪৪ শতাংশ হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৫৪০৮.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য (BOP) ঃ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় রেমিট্যান্স অন্তপ্রবাহ (inflow) হ্রাস সত্ত্বেও রপ্তানি আয় বৃদ্ধি ও আমদানি ব্যয় হ্রাস পাওয়ায় বাণিজ্য ভারসাম্যের ঘাটতি কিছুটা কম পরিলক্ষিত হয়। এরই ফলশ্রুতিতে আলোচ্য ত্রৈমাসিকে চলতি হিসাবের ভারসাম্যে (current account balance) ঘাটতির পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের ৩৮৮৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে হ্রাস পেয়ে ২৩১৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। এছাড়া, আলোচ্য সময়কালে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (নীট্) এবং মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণ (MLT) হ্রাসের ফলে আর্থিক হিসাবে (financial account) উদ্বৃত্ত কিছুটা হ্রাস পেয়ে ১৯২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। ফলে, আলোচ্য সময়কালে সার্বিকভাবে দেশের বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্যে ৮১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়।

৭। বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ

বাংলাদেশ ব্যাংক বহিঃখাতে স্থিতিশীলতা রক্ষা, বাধ্যতামলূক পরিশোধ নিশ্চিত করা এবং দেশীয় মুদ্রার স্থিতিশীলতা বজায় রাখার লক্ষ্যে বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ রাখে। বৈদেশিক বাণিজ্য, প্রবাস আয় (remittances), সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ, বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণ এবং অন্যান্য বৈদেশিক আন্তঃপ্রবাহ ও বহিঃপ্রবাহের গতি-প্রকৃতির উপর বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ নির্ভর করে। সেপ্টেম্বর, ২০২১ শেষে বৈদেশিক মুদ্রা মজুদের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৬২০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (চিত্র-৮), যা বর্তমানে ৬.৩ মাসের গড় আমদানি ব্যয়ের সমান। জুন, ২০২১ শেষে বৈদেশিক মুদ্রা মজুদের পরিমাণ ছিল ৪৬৩৯১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ছিল উক্ত সময়ের ৬.১ মাসের গড় আমদানি ব্যয়ের সমান। উল্লেখ্য, সেপ্টেম্বর, ২০২০ শেষে বৈদেশিক মুদ্রার মজুদের পরিমাণ ছিল ৩৯৩১৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ছিল উক্ত সময়ের প্রায় ৫.৯ মাসের আমদানি ব্যয়ের সমান। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ২২, নভেম্বর ২০২১ তারিখে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ কিছুটা হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৪৫০০৭.৯৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

চিত্র-৮ঃ বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ

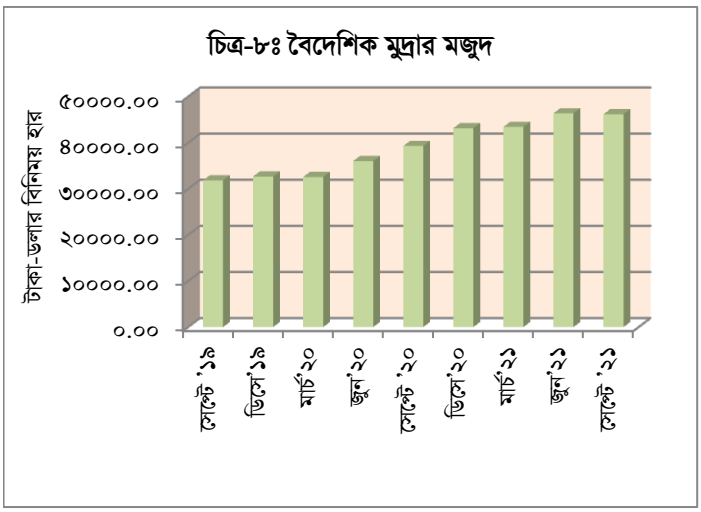

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

৮। বিনিময় হার পরিস্থিতি

- **নমিনাল বিনিময় হার** (Nominal Exchange Rate)ঃ সেপ্টেম্বর, ২০২১ শেষে ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ও পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় শতকরা যথাক্রমে ০.৮১ ভাগ এবং ০.৭৭ ভাগ অবচিতি হয়ে ৮৫.৫০ টাকায় দাঁড়ায় (চিত্র-৯)। জুন, ২০২১ এবং সেপ্টেম্বর, ২০২০ শেষে টাকা-ডলারের বিনিময় হার ছিল যথাক্রমে ৮৪.৮১ এবং ৮৪.৮৪ টাকা। উল্লেখ্য, বৈদেশিক মুদ্রা বাজার স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজনবোধে বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তঃব্যাংক বাজারে ডলার ক্রয়-বিক্রয় করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় চলতি অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২১ ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তঃব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজার থেকে ২০৫.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্রয় এবং ৯৪৬.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিক্রয় করে। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজার থেকে ১৫০০.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্রয় এবং ৫.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিক্রয় করেছিল। উল্লেখ্য, ২০২০-২১ অর্থবছরে বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তঃব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে মোট ৭৯৩৭.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্রয় এবং ২৩৫.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিক্রয় করেছিল।

চিত্র ৯-ঃ টাকা-ডলার বিনিময় হার

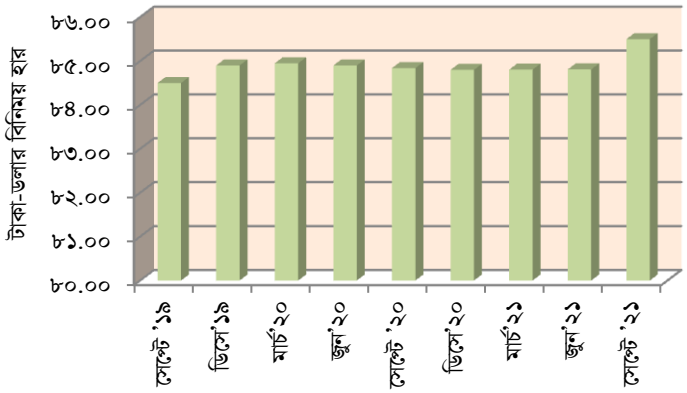

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

- **প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার** (Real Effective Exchange Rate)ঃ সর্বশেষ প্রাপ্ত হিসাব/তথ্য অনুযায়ী জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২১ ত্রৈমাসিকে টাকার প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার সূচক জুন, ২০২১ শেষের ১১০.৫৫ থেকে ৩.৯৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১১৪.৯৬ এ দাঁড়ায়, যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে ১.৬৫ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকে ২.৫৫ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। আলোচ্য ত্রৈমাসিকে টাকার প্রকৃত বিনিময় হার সূচক বৃদ্ধি ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমানে অবচিতির চাপ নির্দেশ করে।

জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২১ ত্রৈমাসিকে কতিপয় নির্বাচিত সূচকের তুলনামূলক পরিস্থিতি সংযোজনী-১ এ তুলে ধরা হলো।

৯। অর্থ ও ব্যাংকিং খাতে গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ

জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২১ ত্রৈমাসিকে অর্থ ও ব্যাংকিং খাতে গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহঃ

- আমানতকারীদের স্বার্থ সুরক্ষা এবং ব্যাংকিং খাতে দায়-সম্পদ এর ভারসাম্যহীনতা রোধকল্পে ৩ মাস ও তদূর্ধ্ব মেয়াদি আমানতের উপর সুদ/মুনাফা হার নির্ধারণের ক্ষেত্রে ব্যক্তি পর্যায়ের মেয়াদি আমানত এবং বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকতা/কর্মচারীদের প্রভিডেন্ট ফান্ড, অবসরোত্তর পাওনাসহ বিবিধ পাওনা পরিশোধের লক্ষ্যে গঠিত তহবিল বাবদ রক্ষিত যে কোন পরিমাণ মেয়াদি আমানতের উপর সুদ/মুনাফা হার মূল্যস্ফীতি হার অপেক্ষা কোনক্রমেই কম নির্ধারণ করা যাবে না এবং উক্ত আমানতের উপর কোন নির্দিষ্ট মাসে সুদ/মুনাফা হার নির্ধারণের ক্ষেত্রে ঐ মাসের অব্যবহিত ০৩ মাস পূর্বের মূল্যস্ফীতি হারকে বিবেচনায় নিতে এবং ঋণ/বিনিয়োগের উপর সুদ/মুনাফা হার সর্বোচ্চ ৯ শতাংশ অপরিবর্তিত রাখতে ব্যাংকসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- সরকারের 'ডিজিটাল কমার্স পরিচালনা নির্দেশিকা-২০২১' এর নির্দেশনা অমান্য করে ডিজিটাল কমার্স প্রতিষ্ঠানসমূহের কোম্পানি বা কোম্পানি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের ব্যাংক হিসাবে পণ্য/সেবা মূল্যের অগ্রিম বাবদ অর্থ সরাসরি জমা গ্রহণ করা যাবে না মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এরূপ ডিজিটাল কমার্স প্রতিষ্ঠানের হিসাব পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রদত্ত ট্রানজেকশন প্রোফাইলের যৌক্তিকতা যাচাই-বাছাই, লেনদেনের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ এবং সামগ্রিক ঝুঁকি বিবেচনায় নিয়ে যথাযথ তদারকি নিশ্চিতপূর্বক লেনদেন পরিচালনা করতে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- কোভিড-১৯ এর দ্বিতীয় ঢেউ এর বিরূপ প্রভাব হতে অর্থনীতির পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে আর্থিক সেবাভুক্তি কার্যক্রমের আওতায় প্রান্তিক/ভূমিহীন কৃষক, নিম্ন আয়ের পেশাজীবী ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পুনরুদ্ধার/অব্যাহত রাখা এবং ঋণের ব্যাপ্তি, ঋণসীমা ও তহবিলের পরিমাণ বৃদ্ধি ও ঋণের শর্তাবলী সহজীকরণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল হতে পাঁচ বছর মেয়াদি ০৫ বিলিয়ন টাকার "১০/৫০/১০০ টাকার হিসাবধারী প্রান্তিক/ভূমিহীন কৃষক, নিম্ন আয়ের পেশাজীবী, স্কুল ব্যাংকিং হিসাবধারী এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য একটি পুনঃঅর্থায়ন স্কিম" গঠন করা হয়েছে।
- দেশের কৃষি কর্মকাণ্ড অধিকতর গতিশীল করা এবং কৃষির বিভিন্ন খাতসমূহে স্বল্প সুদে প্রয়োজনীয় ঋণ প্রবাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে, ইতোপূর্বে গৃহীত বিভিন্ন প্রণোদনামূলক পদক্ষেপের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল হতে কৃষি খাতের জন্য ৩০ বিলিয়ন টাকার একটি পুনঃঅর্থায়ন স্কিম গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।
- দেশের রপ্তানি বাণিজ্য উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সরকার চলতি ২০২১-২০২২ অর্থবছরে জুলাই ০১, ২০২১ থেকে জুন ৩০, ২০২২ তারিখ পর্যন্ত জাহাজীকরণ সংশ্লিষ্ট পণ্য রপ্তানির বিপরীতে রপ্তানি প্রণোদনা/নগদ সহায়তা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।
- বেসরকারি উদ্যোক্তা কর্তৃক নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের অনুমোদিত ও Special Purpose Vehicle (SPV) কর্তৃক ইস্যুকৃত গ্রীন সুকুক বন্ডে বাংলাদেশ ব্যাংক নির্দেশিত পন্থায় তফসিলি ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগের মেয়াদ ৩১ ডিসেম্বর ২০২৮ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে।

উপসংহার

আলোচ্য ত্রৈমাসিকে সার্বিকভাবে দেশের মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি মোটামুটিভাবে সন্তোষজনক ছিল। এ সময়ে বিদ্যমান করোনা পরিস্থিতির মধ্যে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে কাঙ্খিত গতিশীলতা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক নানাবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। দেশে কোভিড মহামারীর অনিশ্চয়তামূলক পরিস্থিতির মধ্যেও অর্থনীতির অগ্রাধিকার খাতসমূহ যেমন- কৃষি, রপ্তানিমুখী শিল্প ও সিএমএসএমই খাতে ঋণ সরবরাহ যাতে নিরবিচ্ছিন্ন থাকে সে ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া, খেলাপী ঋণের মাত্রা কমিয়ে আনা, অর্থ ও ঋণ ব্যবস্থার ঝুঁকি হ্রাস, আমানতকারীদের স্বার্থ সুরক্ষা, ব্যাংকিং খাতে দায়-সম্পদ এর ভারসাম্যহীনতা রোধ এবং কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে বিনিয়োগের গতিধারা সমুন্নত রাখতে বাংলাদেশ ব্যাংক সর্বদা সচেষ্ট রয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক

গবেষণা বিভাগ

(অর্থ ও ব্যাংকিং উপ-বিভাগ)

কতিপয় নির্বাচিত সূচকের তুলনামূলক অবস্থা জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২১

সংযোজনী

(বিলিয়ন টাকায়)

	সেপ্টেম্বর	জুন	মার্চ	সেপ্টেম্বর	জুন	সেপ্টেম্বর	প রি ব র্ত ন স মূ হ				
	২০২১	২০২১	২০২১	২০২০	২০২০	২০১৯	জুন'২১ এর	মার্চ'২১ এর	জুন'২০ এর	সেপ্টেম্বর'২০ এর	সেপ্টেম্বর'১৯ এর
							তুলনায় সেপ্টেম্বর'২১	তুলনায় জুন'২১	তুলনায় সেপ্টেম্বর'২০	তুলনায় সেপ্টেম্বর'২১	তুলনায় সেপ্টেম্বর'২০
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১। নীট বৈদেশিক সম্পদ	৩৭৭৫.৮৯	৩৮২১.৭৯	৩৬২১.৯৮	৩৩১১.৫৮	২৯৭৩.৩৬	২৭১২.৭৮	-৪৫.৯০	১৯৯.৮১	৩৩৮.২২	৪৬৪.৩১	৫৯৮.৮০
							-(১.২০)	(৫.৫২)	(১১.৩৮)	(১৪.০২)	(২২.০৭)
২। নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ (ক+খ)	১২০৮২.২৮	১১৭৮৭.১৭	১১২১৫.৯৬	১০৯৫০.৪৭	১০৭৬৩.৯৯	৯৮০৬.০৩	২৯৫.১১	৫৭১.২১	১৮৬.৪৮	১১৩১.৮১	১১৪৪.৪৪
							(২.৫০)	(৫.০৯)	(১.৭৩)	(১০.৩৪)	(১১.৬৭)
ক) মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ	**১৪৬৮৯.০৩**	**১৪৩৯৮.৯৯**	**১৩৭০৭.৩৪**	**১৩৩২৯.৫৯**	**১৩০৭৬.৩৪**	**১১৮৩২.২৬**	২৯০.০৪	৬৯১.৬৫	২৫৩.২৫	১৩৫৯.৪৪	১৪৯৭.৩৩
							(২.০১)	(৫.০৫)	(১.৯৪)	(১০.২০)	(১২.৬৫)
i) সরকারি খাত (নীট)	২২৭৫.৪৫	২২১০.২৬	১৭৮৯.১২	১৯০৪.৯৯	১৮১১.৫১	১৪০৭.৮২	৬৫.১৯	৪২১.১৪	৯৩.৪৮	৩৭০.৪৬	৪৯৭.১৭
							(২.৯৫)	(২৩.৫৪)	(৫.১৬)	(১৯.৪৫)	(৩৫.৩১)
ii) অন্যান্য সরকারি খাত	৩০৬.৩৬	৩০০.১৭	৩১৪.৩৯	২৯৩.৭৮	২৯২.১৫	২৫৭.৪৭	৬.১৯	-১৪.২২	১.৬৩	১২.৫৮	৩৬.৩১
							(২.০৬)	-(৪.৫২)	(০.৫৬)	(৪.২৮)	(১৪.১০)
iii) বেসরকারি খাত	১২১০৭.২২	১১৮৮৮.৫৬	১১৬০৩.৮৩	১১১৩০.৮২	১০৯৭২.৬৮	১০১৬৬.৯৭	২১৮.৬৬	২৮৪.৭৩	১৫৮.১৪	৯৭৬.৪০	৯৬৩.৮৫
							(১.৮৪)	(২.৪৫)	(১.৪৪)	(৮.৭৭)	(৯.৪৮)
খ) অন্যান্য সম্পদ (নীট)	-২৬০৬.৭৫	-২৬১১.৮২	-২৪৯১.৩৮	-২৩৭৯.১২	-২৩১২.৩৫	-২০২৬.২৩	৫.০৭	-১২০.৪৪	-৬৬.৭৭	-২২৭.৬৩	-৩৫২.৮৯
							-(০.১৯)	(৪.৮৩)	(২.৮৯)	(৯.৫৭)	(১৭.৪২)
৩। মুদ্রা যোগান (এম২) (১+২)	**১৫৮৫৮.১৭**	**১৫৬০৮.৯৬**	**১৪৮৩৭.৯৪**	**১৪২৬২.০৫**	**১৩৭৩৭.৩৫**	**১২৫১৮.৮১**	২৪৯.২১	৭৭১.০২	৫২৪.৭০	১৫৯৬.১২	১৭৪৩.২৪
							(১.৬০)	(৫.২০)	(৩.৮২)	(১১.১৯)	(১৩.৯২)
ক) সংকীর্ণ মুদ্রা	৩৬৬৫.৬৭	৩৭৫৮.২৯	৩২৯৭.৭৮	৩২৫৫.৪৫	৩২৮২.৬৪	২৭০৮.২১	-৯২.৬২	৪৬০.৫১	-২৭.১৯	৪১০.২২	৫৪৭.২৪
							-(২.৪৬)	(১৩.৯৬)	-(০.৮৩)	(১২.৬০)	(২০.২১)
i) জনগণের হাতে থাকা মুদ্রা	২০৯৬.১৮	২০৯৫.১৮	১৮৪২.১৬	১৮৯১.৯৮	১৯২১.১৫	১৫৭৯.০৮	১.০০	২৫৩.০২	-২৯.১৭	২০৪.২০	৩১২.৯০
							(০.০৫)	(১৩.৭৩)	-(১.৫২)	(১০.৭৯)	(১৯.৮২)
ii) তলবি আমানত	১৫৬৯.৪৮	১৬৬৩.১১	১৪৫৫.৬২	১৩৬৩.৪৭	১৩৬১.৪৯	১১২৯.১২	-৯৩.৬৩	২০৭.৪৯	১.৯৮	২০৬.০১	২৩৪.৩৫
							-(৫.৬৩)	(১৪.২৫)	(০.১৫)	(১৫.১১)	(২০.৭৬)
খ) মেয়াদি আমানত	১২১৯২.৫০	১১৮৫০.৬৭	১১৫৪০.১৬	১১০০৬.৬	১০৪৫৪.৭	৯৮১০.৬১	৩৪১.৮৩	৩১০.৫১	৫৫১.৮৯	১১৮৫.৯০	১১৯৫.৯৯
							(২.৮৮)	(২.৬৯)	(৫.২৮)	(১০.৭৭)	(১২.১৯)
৪। রিজার্ভ মুদ্রা	৩২৩৩.৩৪	৩৪৮০.৭২	৩০৩৬.৬১	২৮০৮.২২	২৮৪৪.৮৩	২৪৭১.৮৮	-২৪৭.৩৮	৪৪৪.১১	-৩৬.৬১	৪২৫.১২	৩৩৬.৩৪
							-(৭.১১)	(১৪.৬৩)	-(১.২৯)	(১৫.১৪)	(১৩.৬১)
ক) নীট বৈদেশিক সম্পদ	৩৬১৭.৩	৩৬৬৯.১৭	৩৪৬৮.৪১	৩১৩৬.১৩	২৮৬০.৪১	২৫৪৬.০৮	-৫১.৮৭	২০০.৭৬	২৭৫.৭২	৪৮১.১৭	৫৯০.০৫
							-(১.৪১)	(৫.৭৯)	(৯.৬৪)	(১৫.৩৪)	(২৩.১৭)
খ) নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	-৩৮৩.৯৬	-১৮৮.৪৫	-৪৩১.৮০	-৩২৭.৯১	-১৫.৫৮	-৭৪.২০	-১৯৫.৫১	২৪৩.৩৫	-৩১২.৩৩	-৫৬.০৫	-২৫৩.৭১
							-(১০৩.৭৫)	(৫৬.৩৬)	-(২০০৪.৬৯)	-(১৭.০৯)	-(৩৪১.৯৩)
৫। বাংলাদেশ ব্যাংক হতে গৃহীত	৭২.৭৩	১৭২.৮৬	-৯৭.৯৯	১২১.৮৭	৪২১.১৭	২৮৯.০৮	-১০০.১৩	২৭০.৮৫	-২৯৯.৩০	-৪৯.১৪	-১৬৭.২১
সরকারের নীট ঋণ							-(৫৭.৯৩)	-(২৭৬.৪১)	-(৭১.০৬)	-(৪০.৩২)	-(৫৭.৮৪)
৬। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ	৪৬২০০.০০	৪৬৩৯১.০০	৪৩৪৪১.০০	৩৯৩১৪.০০	৩৬০৩৭.০০	৩১৮৩১.৯০					
(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)											
৭। মোট তরল সম্পদ (বিলিয়ন টাকায়)#	৪৩৩৫.৯৪	৪৩৫৮.২৮	৩৯৭০.০৪	৩৫২৮.১৮	৩১৮৪.৪০	২৭৭৪.৩৫					
দায়হীন অনুমোদিত সিকিউরিটিজ	৩২০৯.৮৭	২৯৭০.৭৮	২৭৭৮.৪০	২৬১৭.১৬	২২৬৩.৪৩	১৮৮৮.১৪					
বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট জমা	৯৪৬.৮৬	১২১৩.৭৪	১০১৫.৪২	৭৪৭.৭৬	৭৬৭.৩৯	৭২৫.৭৫					
৮। টাকা-ডলার বিনিময় হার	৮৫.৫০	৮৪.৯০	৮৪.৮০	৮৪.৮৪	৮৪.৯০	৮৪.৫০					
(মাস শেষে)											
৯। প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার	১১৪.৯৬*	১১০.৫৫	১১২.৪১	**১১০.১১**	১১২.৯৯	১১১.৬৬					
(REER) সূচক (ভিত্তি বছর ২০১৫-১৬)											
১০। মূল্যস্ফীতির হার (বার মাসের গড় ভিত্তিক)	৫.৫০	৫.৫৬	৫.৬৩	৫.৬৯	৫.৬৫	৫.৪৯					
(ভিত্তি বছর ২০০৫-০৬)											

নোটঃ বন্ধনীভুক্ত সংখ্যাগুলো পরিবর্তনের শতকরা হার নির্দেশক।

#=মোট তরল সম্পদ = দায়হীন অনুমোদিত সিকিউরিটিজ + বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট জমা + সিন্দুকে রক্ষিত অর্থ; *= প্রক্ষেপিত

উৎস : পরিসংখ্যান বিভাগ, মনিটারী পলিসি ডিপার্টমেন্ট ও ডিপার্টমেন্ট অব অফসাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।